এম,এ,এন, ছিদ্দিক শিক্ষা ট্রাস্ট
শেরপুর

ট্রাস্ট দলিল

প্রতিষ্ঠা ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর' ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
০৯ আশ্বিন' ১৪১৩ বাংলা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. **পটভূমি ঃ**

জনাব এম,এ,এন, ছিদ্দিক, জেলা প্রশাসক, শেরপুর এ জেলায় গত ০৭-০৭-২০০৫ তারিখে যোগদান করার পর গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক ভিত্তিতে এককালীন সহায়তা করার নিমিত্তে একটি শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন করার সদিচ্ছা পোষণ করেন। এ সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হলো। এ ট্রাস্টে প্রাথমিক স্থায়ী মূলধন - ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা এবং ওয়ার্কিং মূলধন ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র ।

২. **নামকরণ ঃ**

২.১. শেরপুর জেলার গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের (বেসামরিক) সন্তান/সন্ততিদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হলো, যা **"এম,এ,এন, ছিদ্দিক শিক্ষা ট্রাস্ট, শেরপুর "** নামে অভিহিত হবে।

৩. **সংজ্ঞা ঃ**

৩.১. **"কর্মচারী"** বলতে শেরপুর জেলায় কর্মরত সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারীদের বুঝাবে।

৪. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

৪.১. শেরপুর জেলার গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা তহবিল হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে এককালীন সহায়তা প্রদান;
৪.২. কর্মচারীদের ভাল ফলাফলধারী সন্তান/সন্ততিদের জন্য মোট সহায়তার ৪০% সংরক্ষণ ;
৪.৩. আর্থিক সংকটে নিপতিত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সন্তান/সন্ততিদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান; এবং
৪.৪. বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া কর্মচারীদের সন্তান/সন্ততিদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান।

৫. **ট্রাস্টি বোর্ড ঃ**

৫.১. এ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তরূপে একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকবে ঃ-

১) জেলা প্রশাসক, শেরপুর	ঃ সভাপতি
২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), শেরপুর	ঃ সহ-সভাপতি
৩) সভাপতি, কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, শেরপুর	ঃ সদস্য
৪) সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, শেরপুর জেলা শাখা	ঃ সদস্য
৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা	ঃ সাধারণ সম্পাদক

কোন কারণে কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি অথবা/এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, শেরপুর জেলা শাখা কার্যকর না থাকলে তদ্‌স্থলে যথাক্রমে প্রধান সহকারী (ভারপ্রাপ্ত সহ), সাধারণ শাখা এবং সি,এ, টু জেলা প্রশাসক স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২য় পৃষ্ঠায় চলমান

৬. ট্রাস্ট পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

৬.১. ট্রাস্টের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বোর্ড সভায় সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

৬.২. ট্রাস্টি বোর্ডের ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতেই কোরাম হবে এবং সকল প্রকার সিদ্ধান্তই সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হবে। সভার সভাপতির কাস্টিং ভোট প্রদান করার ক্ষমতা থাকবে; এবং

৬.৩. বোর্ড প্রয়োজনবোধে অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক লেনদেনের জন্য ০১ (এক) জন বেতনভূক্ত কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন অথবা সাধারণ শাখার একজন কর্মচারীকে সম্মানী দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করাতে পারবেন।

৭. **ট্রাস্টের অর্থ সংগ্রহ ঃ**

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের এককালীন অনুদান, দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্য স্বেচ্ছা অনুদান, স্থায়ী তহবিলের লভ্যাংশের অংশ এবং অন্য যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা ট্রাস্টের অর্থের সংস্থান করা হবে।

৮. **তহবিল ঃ**

৮.১. ট্রাস্ট "স্থায়ী তহবিল" এবং "শিক্ষা তহবিল" নামে ২ টি তহবিল পরিচালনা করবে। ট্রাস্টি বোর্ড উভয় তহবিলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।

৯. **"স্থায়ী তহবিল" এর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ ঃ**

৯.১. জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট থেকে এককালীন প্রাপ্য ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মাত্র যে কোন তফসিলী ব্যাংকে "এম,এ,এন, ছিদ্দিক শিক্ষা ট্রাস্ট" নামে ১(এক) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য স্থায়ী আমানত হিসেবে স্থায়ী তহবিলে জমা রাখা হবে ;

৯.২. প্রতি বছর স্থায়ী তহবিলের লভ্যাংশের ৮০% শিক্ষা তহবিলে স্থানান্তর করা যাবে। স্থায়ী তহবিলের বাৎসরিক লভ্যাংশের ২০% স্থায়ী তহবিলের সাথে যোগ হয়ে স্থায়ী তহবিলের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং

৯.৩. অন্য যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থও স্থায়ী আমানতে রাখা যাবে ।

১০. **"শিক্ষা তহবিল" এর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ ঃ**

১০.১.জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট থেকে থোক হিসেবে প্রাপ্ত =২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র যে ব্যাংকে স্থায়ী তহবিলের মেয়াদী আমানতে রাখা হবে সে একই ব্যাংকে একই শিরোনামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে রাখা হবে;

১০.২.স্থায়ী তহবিলের বাৎসরিক লভ্যাংশের ৮০% প্রতি বছর শিক্ষা তহবিলে স্থানান্তরিত হবে; এবং

১০.৩.অন্য যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তাও এ সঞ্চয়ী হিসাবে রাখা যাবে।

১০.৪.যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বৎসরে শিক্ষা বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদানের পর ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে জমা হলে স্থায়ী তহবিলে স্থানান্তরিত হবে।

১১. **ব্যাংক হিসাব পরিচালনা**

সভাপতির স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে ।

৩য় পৃষ্ঠায় চলমান

১২. **উপকারভোগী ঃ**

১২.১. জেলার গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। তবে শেরপুর জেলার সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারীগণের সন্তান/সন্ততিদের জন্য সুবিধার ৪০% সংরক্ষিত থাকবে।

১৩. **শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলী ঃ**

১৩.১. ট্রাস্ট প্রতি বছর এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সভা ডেকে বিভিন্ন পরীক্ষার পাশের হার এবং প্রাপ্ত নম্বরের গড় বিবেচনায় রেখে বৃত্তি প্রদানের শর্তাদি স্থির করবে এবং বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এ জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করতে হবে;

১৩.২.ট্রাস্টের আর্থিক সংগতির সাথে মিল রেখে ট্রাস্টি বোর্ড বিভিন্ন বৃত্তির ক্যাটাগরী, সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং

১৩.৩. সকল বৃত্তিই বাৎসরিক ভিত্তিতে এককালীন প্রদান করা হবে।

১৪. **অন্যান্য আর্থিক সহায়তা ঃ**

১৪.১. ট্রাস্টি বোর্ড আর্থিক সংকটে নিপতিত ৪র্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারীর অথবা বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ায় আগ্রহী কোন কর্মচারীর সন্তান/সন্ততির দরখাস্ত প্রাপ্তির পর শিক্ষা তহবিলের অর্থের পরিমান বিবেচনায় রেখে অনুচ্ছেদ- ৪.৩ এবং অনুচ্ছেদ- ৪.৪ - এ বর্ণিত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু বাৎসরিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান বিঘ্নিত হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে না।

১৫. **উপসংহার ঃ**

"এম,এ,এন, ছিদ্দিক শিক্ষা ট্রাস্ট" এর সহায়তায় গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাবে - এটাই প্রত্যাশা।

প্রথম ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর

২৪/৯/২০০৩

(মোঃ হজরত আলী)
সভাপতি
কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
এবং
সদস্য
ট্রাস্টি বোর্ড

২৪-৯-০৩

(এ,কে,এম, আজিহারুল ইসলাম)
সভাপতি
বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
এবং
সদস্য
ট্রাস্টি বোর্ড

৪র্থ পৃষ্ঠায় চলমান

(মাহমুদ ইবনে কাসেম)
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সাধারণ শাখা, শেরপুর কালেক্টরেট
এবং
সাধারণ সম্পাদক
ট্রাস্টি বোর্ড

(মোঃ মকবুল হোসেন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)
এবং
সহ-সভাপতি
ট্রাস্টি বোর্ড

(এম,এ,এন, ছিদ্দিক)
জেলা প্রশাসক
শেরপুর
এবং
সভাপতি
ট্রাস্টি বোর্ড